‘শেখ হাসিনা **মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ** পদক’ নীতিমালা, ২০১৮

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

‘শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক’ নীতিমালা-২০১৮

১. এ নীতিমালা ‘শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক-২০১৮’ নামে অবহিত হবে।

২. পদকের নামঃ শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক (Sheikh Hasina Mother of Humanity Social Welfare Award)

৩. **‘শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক’** প্রদানের পটভূমি :

সামাজের ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও অনগ্রহসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে লক্ষ্যে মানববৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ওসামাজিক কল্যাণে ব্যক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘‘আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।’’ তিনি ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদ “(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার” সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রিয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন।

এ ধারাবাহিকতায়, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যার আন্তরিক উদ্যোগে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে দেশে প্রথমবারের মতো বয়স্কভাতা এবং ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা, মুক্তিযোদ্ধাসম্মাণী ইত্যাদি নানা প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শুরু করা হয়। দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা-শ্রমিক, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা, প্রতিবন্ধী মোবাইল থেরাপী ভ্যানসহ নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১, শিশু আইন, ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণয়নসহ বিভিন্ন কৌশলগত সংস্কার করে দেশকে কল্যাণ রাষ্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠায় প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়।

একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সারা পৃথিবীতে বাস্তচ্যুত শরণার্থীরা আশ্রায় ও জীবিকার সন্ধানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগরতীরে বা ভিন্ন দেশের সীমান্তে আশ্রয় লাভের আকুতি নিয়ে অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছে। উন্নত দেশের রাষ্ট্র নায়করাসহ জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন যখন শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় হিমশিম খাচ্ছে, তখন, বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা- প্রয়োজনে একবেলা খেয়ে থাকব, এ দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে মিয়ানমার থেকে আগত শরণার্থীর ঢলকে বিশাল জনসংখ্যার ছোট্ট আয়তনের বাংলাদেশের ভূখন্ডে আশ্রায়সহ মানবিক বিপর্যয়রোধে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার এ মানবিক মহান উদ্যোগ আজ সারা বিশ্বে “মাদার অব হিউম্যানিটি” হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ মহান উদ্যোগ দেশের জনগণ ও সমাজসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ায় মাধ্যমে দেশের সকল মানুষের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে সকলকে মানবতার কাজে

নিবেদিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ মহান উদ্যোগ বাস্তবায়নে যোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী ব্যাক্তি ও সংস্থা চিহ্নিত করে প্রণোদনা প্রদান করা গেলে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহায়ক হবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ, শিক্ষা, কৃষি, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে পদকের ব্যবস্থা থাকলেও সমাজকল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য কোন পদক নেই। সমাজকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য পদক চালু করা হলে বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। মানবতার উন্নয়নে সমাজসেবা, সমাজকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য **'শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক'** অন্যতম সর্বোচ্চ জাতীয় পদক হিসেবে গণ্য হবে।

৪. 'শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রদানের ক্ষেত্র:

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবজ্জ্বল ভূমিকার জন্য 'শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রদান করা হবে-

(ক) সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা প্রদান:

৪.১ বয়স্কা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অবদান;

৪.২ প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, আত্মনির্ভরশীলকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতরণ:

৪.৩ প্রতিবন্ধী ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ইনক্লুসিভ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান।

(গ) সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকীকরণ নিশ্চিতরণ:

৪.৪ সুবিধাবঞ্চিত, আইনের সংস্পর্শে আসা, আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু, কারামুক্ত কয়েদি, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনএকত্রীকরণ।

৪.৫ দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক রোগী বা মাদকাসক্তদের চিকিৎসা, চিকিৎসা সহায়তা, তাদের কল্যাণ, উন্নয়ন, পুনর্বাসন এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

(ঘ) **মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন কর্মকান্ড:**

৪.৬ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোন কর্ম যা সমাজের মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ, জীবনমান ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজবদ্ধ মানুষের মানসিক ও স্বাস্থের উন্নয়ন ও সর্বপরি মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

৫. পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা(Criteria)

৫.১ ব্যক্তি পর্যায়ে-

৫.১.১ এ পদকের জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

৫.১.২ চারিত্রিক গুনাবলী ও দেশাত্ববোধে অনন্য হতে হবে;

৫.১.৩ পদক প্রদানের জন্য ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের কৃতিত্ব ও অবদানকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে;

৫.২ বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে-

৫.২.১ 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ, ১৯৬১' অনুযায়ী নিবন্ধীত হতে হবে;

৫.২.২ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ সদস্যদের নিজস্ব তহবিলে পরিচালিত হবে;

৫.২.৩ অলাভজনক, অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ড পরিচালনায় অনন্য হতে হবে;

৫.২.৪ স্থানীয় চাহিদা ও সামর্থ্য বিবেচনায় মানব সম্পদকে দক্ষ, আত্মনির্ভরশীল ও আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকতে হবে।

৫.৩ সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে-

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এ পদক প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

৬. পদক প্রাপ্তির অযোগ্যতা-

৬.১ রাষ্ট্রবিরোধীর কার্যকলাপে/ ফৌজদারি আইনে শাস্তি প্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত বা দেউলিয়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ পদক প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬.২ একবার পদক' প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরে একই বিষয়ে পুনরায় পদকের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৭. পদক সংখ্যা

প্রতি বৎসর 'শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' এর সংখ্যা অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত ক্ষেত্রেসমূহে ব্যক্তি পর্যায়ে ৩ টি এবং সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ২টি হিসেবে সর্বমোট ৫টি হবে।তবে, উল্লেখ থাকে যে, সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোন বৎসর উপযুক্ত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান না পেলে পদক সংখ্যা হ্রাস করতে পারবে।

৮. 'শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় বিষয়াদি

৮.১ ১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক;

৮.২ 'শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' এর একটি রেপ্লিকা;

৮.৩ ব্যক্তি পর্যায়ে ২,০০,০০০ (দুই লাখ) এবং দপ্তর, সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ২,০০,০০০(দুই লাখ) টাকা (ক্রসড চেক এর মাধ্যমে প্রদেয়);

৮.৪ একটি সম্মাননা সনদ।

৯. পদক প্রদান কর্মসূচির ব্যয়:

পদক প্রদান কর্মসূচির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রতিবছর বরাদ্দ নির্ধারিত থাকবে।

১০.মনোনয়ন প্রক্রিয়া

১০.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পূর্ববর্তী বছরের অবদানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মনোনয়ন আহবান করবে;

১০.২ মনোনয়ন আহবানের জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সমাজসেবা অধিদফতরসহ অন্যান্য সংস্থার ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ করা হবে;

১০.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মাঠপর্যায়ে অবস্থিত জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে আবেদন দাখিল করতে হবে;

১০.৪ জেলা সমাজসেবা কার্যালয় জেলা বাছাই কমিটিতে প্রাথমিক বাছাইপূর্বক প্রতিটি পুরষ্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২টি করে মোট ১০ টি নাম সুপারিশসহ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কমিটিতে প্রেরণ করবে;

১০.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে সরাসরি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে।

১০.৬ মনোনয়নের সাথে জনসেবার মান উন্নয়নের জন্য অনুসৃত সৃষ্টিশীল পদ্ধতি, সময় এবং কী পরিস্থিতিতে কার্যক্রমটি সম্পাদিত হয়েছিল তা উল্লেখ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট বিবরণও থাকতে হবে।

১০.৭ মনোনয়নের সপক্ষে কার্যক্রমটি/প্রকল্প/কর্মসূচির পটভূমি, উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার, বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কৌশল, ব্যবহৃত উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতি, বাস্তবায়নকাল, অসাধারণ অর্জন ও ফলাফল, ইতিবাচক পরিবর্তন ও প্রভাব, টেকসই এবং সর্বোপরি এ প্রক্রিয়ায় মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি থাকতে হবে।

১০.৮ সকল মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই র্নিারিত ছক ব্যবহার করতে হবে (সংযোজনী-ক)।

১১. মনোনয়ন বাস্তবায়ন সময়সূচি

১১.১ পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থবছরের (জুলাই-জুন) কর্মকান্ড বিবেচনায় নেয়া হবে এবং এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময়সূচি নিম্নরূপ হবে:

(ক) মনোনয়ন আহবান	৫ জুলাই
(খ) জেলা পর্যায়ের কমিটিতে আবেদন গ্রহণ	৩১ জুলাই
(গ) জেলা কমিটিতে মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১৭ আগস্ট
(ঘ) জেলা কমিটি কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে মনোনয়ন সুপারিশ প্রেরণ	৩১ আগস্ট
(ঙ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	২০ আগস্ট
(চ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১৫ অক্টোবর
(ছ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত মনোনয়ন ক্যাবিনেট ডিভিশনে প্রেরণ	৩১ অক্টোবর
(ঝ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনয়ন অনুমোদনক্রমে পদক ঘোষণা	০২ জানুয়ারি

১২. প্রাথমিক বাছাই কমিটি

১২.১ জেলা পর্যায়-

(ক)	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
(খ)	সিভিল সার্জন	- সদস্য
(গ)	উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ	- সদস্য
(ঘ)	জেলা শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
(ঙ)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
(চ)	জেলা তথ্য অফিসার	- সদস্য
(ছ)	সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
(জ)	প্রেসক্লাবের সভাপতি/সম্পাদক	- সদস্য
(ঝ)	জেলা বনিক সমিতির সভাপতি	-সদস্য
(ঞ)	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	- সদস্য সচিব

১২.১.১ জেলা কমিটির কর্মপরিধি-

(ক) প্রস্তাবিত ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাছাই বাছাইক্রমে নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(খ) প্রাথমিক প্রার্থী নির্বাচন কমিটি জাতীয় কমিটির বিবেচনার জন্য প্রাথমিক তালিকা প্রস্তাব করবে;

(গ) সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে ৩১ আগস্ট এর মধ্যে প্রতিটি পুরষ্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২টি করে মোট ১০ টি নাম সুপারিশসহ প্রস্তাব জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে;

(ঘ উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব হলে পদক প্রদানের সুপারিশকালে বিগত বছরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করতে পারবে;

(ঙ) তৃণমূল ও প্রান্তি পর্যায়ের অবহেলিত, অনগ্রসর, পশ্চাদপদ এলাকার উপযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

১২.২ জাতীয় পর্যায়-

(ক)	মাননীয়মন্ত্রী / মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	সভাপতি
(খ)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী (যদি থাকে)	- সদস্য
(গ)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণা	- সদস্য
(ঘ)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঙ)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(চ)	সচিব, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ছ)	সচিব, সংস্কার ও সমন্বয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	- সদস্য
(জ)	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঝ)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঞ)	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি	-সদস্য
(ত)	মহাপরিচালক,সমাজসেবা অধিদফতর	-সদস্য
(থ)	অতিরিক্ত সচিব (বা,কা ও মূ.) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্যসচিব

১২.২.১ জাতীয় কমিটির কর্মপরিধি-

(ক) জেলা পর্যায় থেকে প্রস্তাবিত ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাছাই বাছাইক্রমে নির্ধারিত ছক মোতাবেক চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে সরাসরি প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহও যাচাই বাছাই পূর্বক মূল্যায়ন;

(গ) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য তালিকা প্রস্তুত;

(ঘ) জাতীয় কমিটি ৩১ অক্টোবর মধ্যে সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ;

(ঙ) উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব হলে পদক প্রদানের সুপারিশকালে বিগত বছরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করা যাবে;

(চ) তৃণমূল ও প্রান্তিক পর্যায়ের অবহেলিত, অনগ্রসর, পশ্চাদপদ এলাকার উপযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

১৩. তালিকা চুড়ান্তকরণ

১৩.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত তালিকা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও প্রমানকসহ ৩১ অক্টোবর মধ্যে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

১৩.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তালিকা প্রেরণকালে জাতীয় সমাজসেবা পদকের জন্য সুপারিশকৃত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত অবদানের ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি থাকতে হবে।

১৩.৩ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে জাতীয় সমাজসেবা পদক প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।

১৩.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদকপ্রাপ্তদের নাম অনুমোদনের পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের মতামত/সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। পদকের জন্য নির্বাচিত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পদক গ্রহণে অসামর্থ হলে উক্ত নির্বাচিত ব্যক্তি বা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর নাম পদক প্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবে না এবং পদকপ্রাপ্ত হিসেবে নাম ঘোষণা হবে না।

১৩.৫ সকল কার্যক্রম সম্পন্নের পর এবং পদক প্রদান সংক্রান্ত পুরস্কার প্রদানের পূর্বে গণমাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হবে।

১৩.৬ মরনোত্তর পদক প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতার কারণ বা অন্য কারণে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অসামর্থ হলে তাঁর মনোনীত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি পদক গ্রহণ করতে পারবেন।

১৩.৭ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করলে এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধির নাম মনোনয়ন না করলে পরবর্তী বছর পদক গ্রহণ করতে পারবেন।

১৪. প্রতিবছর ০২ জানুয়ারি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' অনুষ্ঠানে এই পদক প্রদান করা হবে।

১৫. এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং ইতোপূর্বে জারিকৃত এতদসংক্রান্ত কোন নির্দেশাবলী থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

সংযোজনী-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.msw.gov.bd

‘শেখ হাসিনা **মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক’ মনোনয়ন ছক**

১।	যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন সুপারিশ করা হচ্ছে[প্রযোজ্য শ্রেণীতে টিক (∞) চিহ্ন দিন]	
	(ক) সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা প্রদান	☐
	(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতরণ	☐
	(গ) সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকীকরণ নিশ্চিতরণ	☐
	(ঘ) **মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন কর্মকান্ড**	☐
২।	মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য	
	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম:	
	যোগাযোগ ঠিকানা	
	ফোন দাপ্তরিক/ আবাসিক	
	মোবাইল ,ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল	
	প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পেইজ	
৩।	মনোনয়ন প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য	
	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম:	
	যোগাযোগ ঠিকানা	
	ফোন দাপ্তরিক /আবাসিক	
	মোবাইল ,ফ্যাক্স নম্বর ,ই-মেইল	
	প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পেইজ	
৪।	যে উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে তার নাম	
৫।	সুপারিশকৃত মনোনয়নের প্রকৃতি নীতিমালায় বর্ণিত যে বিষয়ের (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ) অন্তর্গত তার উল্লেখ করুন	
৬।	সুপারিশকৃত মনোনয়ন নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন্ কোন্ ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখ করুন	
৭।	অর্জিত সুফল পরিমাপের জন্য মনোনীত প্রকল্প/উদ্যোগের কোন স্বাধীন সংস্থা কর্তৃক অডিট/পরিমাপ/যাচাই হয়েছে কিনা	
৮।	হ্যাঁ/না	
৯।	উত্তর হ্যাঁ হলে অডিট রিপোর্টের মন্তব্য সংযুক্ত করুন।	
১০।	অডিট/পরিমাপ/যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর	

১১।	বিবেচ্য উদ্যোগ/মনোনীত ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে কিনা ?	
১২।	হয়ে থাকলে অনুর্ধ্ব ১০০ শব্দের মধ্যে তার বিবরণ, সপক্ষে দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি (অনুধিক ৫ পৃষ্ঠা) সংযুক্ত করুন।	
১৩।	অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে মনোনয়নের সপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত একটি ধারণাপত্র সংযুক্ত করুন	
১৩.১।	প্রেক্ষাপট	
১৩.২.।	অগ্রাধিকার ও উদ্দেশ্যসমূহ	
১৩.৩।	ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধতিসমূহ	
১৩.৪।	প্রকল্প/ উদ্যোগের শুরু/বাস্তবায়নের সময়কাল	
১৩.৫।	প্রকল্প/উদ্যোগের ফলে সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন	
১৩.৬।	অসাধারণ অর্জন (প্রতিটি চিহ্নিত প্রভাবকে ব্যাখার জন্য ১৫০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন)	
১৩.৭।	প্রকল্প/উদ্যোগ মনোনীত ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা/সম্পৃক্ততার ধরণ ; এবং	
১৩.৮।	টেকসই অবস্থা	
১৪।	অনধিক ১০০ শব্দের মধ্যে মনোনয়নের সপক্ষে একটি বিবরণ প্রদান করুন।	
	মনোনয়ন প্রেরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও পদবি	

সংযোজনী-খ

মূল্যায়ন ছক (প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কারের জন্য)

মূল্যায়ন নির্ণায়ক	সর্বোচ্চ স্কোর
সেবা উন্নয়ন কৌশল এবং লক্ষ্য O মনোনীত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও সেবা উন্নয়নের কৌশল। O প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং সেবা উন্নয়নের কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভোক্তার মতামত বিশ্লেষণ ও গ্রহণ।	১০
সেবা উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ এবং তার ফলাফল O সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। O সেবা উন্নয়নে অর্জিত। O ভোক্তা/জনগণের উন্নয়নের প্রমাণাদি। O বিনিয়োগের বিপরীতে প্রাপ্তি (গুণগত এবং পরিমাণগত অর্জনের প্রমাণাদি/দলিলাদিসহ)।	৫০
সেবা প্রদানের মানসিকতার উন্নয়ন O সেবা প্রদানের মানসিকতার উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারি/সেবা প্রদানকারীদের পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত প্রচেষ্টা। O বিভিন্ন সেবা/ উদ্যোগ বাস্তবায়নে কর্মচারিদের সম্পৃক্ততা এবং দলগত উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ এবং জনপ্রশাসনে এর ইতিবাচক প্রভাব।	২০
সরকারের ভাবমূর্তি উন্নয়ন O প্রতিষ্ঠানের উন্নত নতুন সেবা/ উদ্যোগ সম্পর্কে জনগণ ও প্রচার মাধ্যমের কাছে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টিতে গৃহীত শিক্ষামূলক/প্রচারণামূলক পদক্ষেপ। O সরকারের ভাবমূর্তি উন্নয়নে মনোনীত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা।	২০

সংযোজনী-গ

মূল্যায়ন ছক (ব্যক্তি পর্যায়ে)

মূল্যায়ন নির্ণায়ক	সর্বোচ্চ স্কোর
কৌশল এবং উদ্দেশ্য	১৫
❖ মনোনীত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রিকভাবে সরকারের মিশন এবং ভিশনের সাথে উদ্ভাবিত বিষয়/সেবার সামঞ্জস্যপূর্ণতা। ❖ মনোনীত ব্যক্তির কর্মরত প্রতিষ্ঠানের, সামগ্রিকভাবে সরকারের সেবা কৌশল ও উদ্দেশ্যের সাথে তার উদ্ভাবিত বিষয়/সেবার সামঞ্জস্যপূর্ণতা। ❖ নতুন উদ্ভাবিত বিষয়/সেবার সুনির্দিষ্ট পরিমাপযোগ্যতা এবং অর্জনযোগ্যতা।	
সেবার কাঠামো	৩০
দক্ষ, ব্যবহারবান্ধব এবং কার্যকরী সেবা ❖ জনসেবার দক্ষতা, ব্যবহার বান্ধবতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে উদ্ভাবিত বিষয়/সেবার ভূমিকা। ❖ সেবা পরিকল্পনায় সেবা গ্রহণকারী এবং সেবা প্রদানে সংযুক্তদের মতামত বিশ্লেষণ এবং বিবেচনা। ❖ প্রস্তাবিত উদ্ভাবিত বিষয়/সেবার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা/মানসম্পন্নতা।	
সৃজনশীলতা ❖ প্রস্তাবিত উদ্ভাবিত বিষয়/সেবার সৃজনশীলতা। ❖ প্রস্তাবিত উদ্ভাবিত বিষয়/সেবার মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারীর সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।	
ব্যয়ের যথার্থতা ❖ সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তাবিত সেবা প্রদানে ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণ।	
সেবার বাস্তবায়ন	৩০
প্রতিবন্ধকতা ❖ সেবা প্রদানে অনুমিত জটিলতা/প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা ও প্রতিকারের সামর্থ্য।	
শিক্ষা এবং প্রচারণা ❖ নতুন প্রথা/সেবার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং উপকারভোগীর ধ্যানধারণা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পরিবীক্ষণ পদ্ধতি।	
নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন ❖ নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারী/কর্মচারিগণের এবং ভোক্তার মতামত বিশ্লেষণ ও অগ্রায়নে গৃহীত পরিবীক্ষণ পদ্ধতি।	
দলগত কার্যক্রম ❖ সেবা/ উদ্যোগ প্রদানে দলগত কার্যক্রমের ভূমিকা(যদি থাকে)।	
ফলাফল	২৫
❖ নতুন প্রথা/সেবা তার লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে কিনা ? ❖ মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মস্থল, ভোক্তা এবং জনগণের নিকট নতুন প্রথা/সেবার উপযোগিতা (পরিমাপযোগ্য)। ❖ ভোক্তার মতামত জরিপের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে সেবা গ্রহীতার সন্তুষ্টি যাচাই। ❖ বিনিয়োগের বিপরীতে প্রাপ্তি (গুণগত এবং পরিমাণগত অর্জনের প্রমাণাদিসহ/দলিলাদিসহ)।	

সংযোজনী-ঘ

জাতীয় পর্যায়ে ‘শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক’ প্রদানে সম্ভাব্য ব্যয়

উপকরণ	ইউনিট	ইউনিট প্রতি ব্যয়	মোট ব্যয়
১৮ ক্যারেট মানের ২৫ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত পদক (ভেলভেটের কাপড়ে মোড়ানো বাক্স)	৫ টি	২০,০০০/-	২০,০০০ X৫ =১,০০,০০০/-
সনদ বাবদ ব্যয়	৫ টি	৫০০/-	৫০০ X৫ =২,৫০০/-
পদকপ্রাপ্তদের জন্য নগদ আর্থিক পুরস্কার (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)	৩ টি	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০ X ৩ =৬,০০,০০০/-
পদকপ্রাপ্তদের জন্য নগদ আর্থিক পুরস্কার (দলগত ক্ষেত্রে)	২ টি	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০ X ২ = ৪,০০,০০০/-
যাতায়াত	৩ টি মাইক্রোবাস	৩,০০০/-	৩,০০০ X ৩ = ৯,০০০/-
পদক প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ ও মিলনায়তন সজ্জা বাবদ	-	-	৬,০০,০০০/-
আমন্ত্রণ পত্র বিতরণ, চিঠি-পত্র বিলি, যাতায়াত, ঘোষকের সম্মানী, ক্বারীর সম্মানী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি বাবদ	-	-	৫০,০০০/-
বিভিন্ন সভার আপ্যায়ন, নাস্তা, সংশ্লিষ্ট কাজের জরুরি খরচ ইত্যাদি বাবদ	-	-	৫০,০০০/-
স্টেশনারি দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ	-	-	২০,০০০/-
পদক বিতরণ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অনির্দিষ্ট জরুরি ব্যয়	-	-	৩০,০০০/-
আমন্ত্রণ পত্র মুদ্রণ ও পদকপ্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মুদ্রণ বাবদ খরচ	-	-	৭০,০০০/-
পদক প্রদান অনুষ্ঠানের দিনে আপ্যায়ন	-	-	২,৭০,০০০/-
পদক প্রদান অনুষ্ঠানের অপ্রত্যাশিত ব্যয়	-	-	৫০,০০০/-
সর্বমোট ব্যয়			**২২,৫১,৫০০/-**